**ধূসর গোধূলি...**

হয়তো কোন এক ধূসর গোধূলি লগনে

থেমে যাবে নীড় ভাঙা ঝড়,

হয়তো কোন সুপ্রভাতে শান্তির সুবাতাসে

স্নিগ্ধ হবে ধরণীর অন্তর।

হয়তো কোন একদিন প্রকৃতি ও মানবে

অটুট হবে হৃদয়ের বন্ধন,

সেদিন সকল নয়ন তারায় ফুটবে হাসি

মুছে যাবে ব্যথিতের ক্রন্দন।

আকাশ ছোঁয়া স্বপ্ন চয়ন, করবে নয়ন,

মেলে দিয়ে ইচ্ছে ডানা।

বাঁধাহীন জীবন উড়বে ঘুড়ির মতন

পেরিয়ে দৃষ্টির শত সীমানা।

সেদিন হয়তো থেমে যাবে মহামারী,

থেমে যাবে আর্তের তীব্র আর্তনাদ,

কর্মমুখর চির চেনা পথে হাঁটবে পৃথিবী,

ঘুচে যাবে ক্ষুধিতের অবসাদ।

হয়তো অনাহারীর মুখে জুটবে অন্ন,

নিরাশ্রয় পাবে ভালোবাসার নিবাস।

জীবন যাদের ছন্নছাড়া, বাঁধনহারা,

দেখবে তারাও জ্যোতির্ময়ের সুপ্রকাশ।

উচ্ছলতায় প্রাণের জোয়ার, ভাসবে আবার

ছাপিয়ে দিয়ে স্রোতসিনীর কূল,

হয়তো মানবে উপলব্ধি হবে এ মহাসংকট

তাদেরই কৃতকর্মের মহাভুল।

তবু হৃদি মাঝে শংকা সকল কাজে

কবে অন্ত হবে দুঃসময়ের ঘূর্ণন?

মারন ব্যাধীর মরন ছোবল কবে ক্ষান্ত হবে?

কবে শান্ত হবে বসুন্ধরার জীবন ?

হয়তো, তবু, কথার বাঁকে দাঁড়িয়ে থেকে

কত আর কত নিঃস্ব হবে বিশ্ববাসী?

লাশের স্তূপ কাঁধে বয়ে বয়ে মানব

কত আর সইবে মৃত্যুদূতের অট্টহাসি ?

তবু অনিশ্চয়তার সংগ্রামে লড়ছে যারা,

দিচ্ছে প্রাণের ত্যাগ তিতিক্ষা।

বিভু, দিবে তো ওদের ললাটে শুভাশিস তব,

পূর্ণ করে সাধনার সুদীর্ঘ প্রতীক্ষা ?

হয়তো কোন নতুন দিনের প্রথম আলোয়

সত্য রূপে,শান্তি রূপে, অমরাবতীর মিলবে দেখা।

প্রতীক্ষা এই অন্তহীন, রাত্রি দিন, আঁধার ঠেলে

জ্বলবে আবার নব আশার আলোক রেখা।